লবনাক্ত এলাকায় নদীর পানি ব্যবহার করে বোরো ধান চাষ

ফ্যাক্ট শীটঃ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

- লবণাক্ত এলাকায় নদীর পানি দিয়ে বোরো ধান চাষ করা যায়
- নদীর পানি জোয়া-ভাটা উপকূলবর্তী এলাকার বিশাল সম্পদ
- এতদঞ্চলের নদীর পানি সব সময় লবনাক্ত থাকে না
- শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে
- বুদ্ধিমত্তার সাথে নদির পানি ব্যবহার করে বিঘা প্রতি ১২-১৫ মণ বোরো ধান উদপাদন করা যায় ।

কিভাবে আমরা নদীর পানি ব্যবহার করতে পারি?

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার অধিকাংশ নদীর পানি জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ধান সেচের জন্য উপযুক্ত থাকে। আর জোয়ারের সময় এ সব নদীর পানির স্তর জমি থেকে ২-৩ মিটার উচ্চতায় ওঠে। তখন পোল্ডার এলাকায় স্লুইচ/ফ্লাশ গেট খুলে দিলে সরাসরি জমিতে পানি প্রবেশ করবে। তবে বোরো ধান উৎপাদন করতে হলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির আগেই স্লুইচ গেটের খালে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে পানি সংরক্ষণ করতে হবে। এ পানি দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পাম্পের সাহায্যে সেচ প্রদান করে বোরো ধান ফলানো যায়।

চিত্র: জোয়ারের সময় ফ্লাশ গেটের মাধ্যমে সেচ প্রদান

কোথায় ব্যবহার করা যায়?

- জোয়ার-ভাটা প্রবণ পোল্ডার এলাকায়
- স্লুইচ গেট থাকতে হবে
- পানি সংরক্ষণের জন্য খাল বা জলাধার থাকতে হবে - এ জলাধারের উপর সেচ এলাকা নির্ভর করবে
- জলাধারের পানি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে ।

উপকূলবর্তী এলাকায় বোরো ধান চাষ

উপকূলবর্তী এলাকার বোরো ধান চাষের প্রণালী দেশের অন্যান্য এলাকার মতই । উফশী ধান চাষের ফ্যাক্ট শীট দেখুন । তবে এ এলাকায় বোরো ধান আগাম চাষ করতে হবে এবং অবশ্যই স্বল্প মেয়াদী ধানের জাত হতে হবে (যেমন ব্রি ধান২৮)। বোরো ধান চাষের কিছু বিশেষ তথ্য হলোঃ

চিত্র: লবণাক্ত এলাকায় নদীর পানি দিয়ে ব্রি ধান২৮ এর চাষ

১.	বীজতলার জায়গা	ঃ চারা উৎপাদনের জায়গা না থাকলে আমন মৌসুমে কিছু জমিতে ব্রি ধান৩৩ চাষ করতে হবে। এ জাত অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়ে প্রায় ২০ দিন আগে কাটা যায় বলে সেখানে বীজতলা করা যায়।
২.	বীজতলায় বীজ বপন	ঃ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ
৩.	জমি চাষ	ঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ
৪.	চারা রোপণ	ঃ ডিসেম্বর মাসের ১ম ও ২য় সপ্তাহ
৫.	সেচ প্রদান	ঃ নভেম্বরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত জোয়ারের সময় নদী থেকে সরাসরি গেটের মাধ্যমে সেচ প্রদান। অতঃপর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হতে মার্চের শেষ পর্যন্ত সেচ পাম্প ব্যবহার করে খালে সংরক্ষিত পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে। তবে নদী হতে দূরে বা উঁচু জমিতে সেচ দেয়ার জন্য সব সময় সেচ পাম্প বাবহার করা লাগতে পারে।
৬.	ফসল কাটা	ঃ মধ্য-এপ্রিল

সতর্কতা: নদীর পানির লবণাক্ততা ৪ ডি এস/মিটার এর বেশী হলে তা সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে না ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
বিভাগীয় প্রধান, কৃষি প্রকৌশলী, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১ ।

অধিবেশন ৩: মডিউল ৭
ফ্যাক্ট শীট ৬

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট